দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 23 MAY 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

বিএম কলেজের শিক্ষার্থী পরিবহনে বাস নেই

■ লিটন বাশার, বরিশাল অফিস

সরকারি ব্রজমোহন (বি.এম) কলেজের শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত তিনটি বাসের মধ্যে দুইটি গত আট বছর ধরে অচল হয়ে পড়ে আছে। অন্যটি একদিন সচল থাকলে দশদিন অচল থাকে। বাস্তবে এই তিনটি বাসের কোনটিই শিক্ষার্থী পরিবহনে কোন কাজে আসছে না।

বাস না চললেও বছরের পর বছর পরিবহন খাতের নির্ধারিত ফি পরিশোধ করতে হয় শিক্ষার্থীদের; কিন্তু তারা যাতায়াত করেন অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে বেসরকারি যানবাহনে। কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে চলতি বছর সম্মান পাস করেছেন আগৈলঝাড়ার দিনমজুর বারেক সিকদারের কন্যা ইসরাত জাহান শিউলি। বাবার আর্থিক সংকটের কারণে তার কলেজের কাছাকাছি কোন মেসে থাকা সম্ভব হয়নি। এমনকি প্রতিদিন গাড়ি ভাড়া দিয়ে কলেজেও যাতায়াত করতে পারেননি। বহু ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলেও গত চার বছরে কলেজের নির্ধারিত সব অর্থ পরিশোধ করতে হয়েছে তাকে। এরমধ্যে চারটি পরীক্ষার সময় পরিবহন ফি বাবদ তাকে ৯০০ টাকা পরিশোধ করতে হয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষকে। শিউলি জানান, কলেজের বাসে যাতায়াত তো দূরের কথা- কখনো কলেজের বাস চোখেও দেখেননি। তার মতই অর্থনীতি বিভাগের ছাত্রী গৌরনদীর বাসিন্দা তাসলিমা সিদ্দিকা জানান, কলেজের বাসগুলোকে গত চার বছর ধরে ক্যাম্পাসের গ্যারেজেই অচল অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছেন।

বানারীপাড়ার ইলুহার থেকে প্রতিদিন টেম্পো, বাস কিংবা আলফা-মাহেন্দ্র যোগে কলেজে যাতায়াত করেন আরুফা আক্তার। তিনি জানান, কলেজে ভর্তি হওয়ার পর থেকে এই চার বছরে তিনি কখনো বানারীপাড়ার রাস্তায় বিএম কলেজের বাস চলাচল করতে দেখেননি। নিয়মিত পরিবহন ফি পরিশোধ করা ঐ শিক্ষার্থী জানান- এ নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষকে প্রশ্ন করা হলে তারা ফি আদায়ের সময় খুব শিগ্গই নতুন বাস কেনা হবে বলে জানিয়ে দেন। কলেজ স্টাফরা জানিয়েছেন- শুধু চার বছর কিংবা ছয় বছর নয়, বানারীপাড়া রুটে কলেজের বাস চলাচল বন্ধ আছে এক যুগের বেশি সময় ধরে।

কলেজে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২০০৮ সাল থেকে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অচল বাস মেরামত ও নতুন বাস ক্রয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আদায় করা হয়েছে এক কোটি ৪০ লাখ টাকা; কিন্তু নতুন বাসের দেখা নেই। আর অচল হয়ে পড়ে থাকা বাসগুলোও সচল হয়ে রাস্তায় নামে না।

কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, শুধু ৮/১০ বছরের কথা বলে লাভ নেই। মূলত ১৯৯০ সালের পর এই কলেজের জন্য কোন বাস কেনা হয়নি। ১৯৯০ সালের আগে কলেজের শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য দুইটি বাস কেনা হয়েছিল। ১৯৯৫ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস একটি বাস উপহার দেন। এরপর আর কোনো বাস কেনা হয়নি। ঐ বাস তিনটি ঝালকাঠি, বানারীপাড়া ও গৌরনদী উপজেলার শিক্ষার্থীদের কলেজে যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত হতো। ২০০৮ সালে বানারীপাড়া ও গৌরনদী উপজেলায় চলাচল করা বাস দুইটিতে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। বহু আগে ক্রয় করা এ বাস দুইটি বার বার সংস্কার করে বিপুল টাকা খরচ করা হলেও তা আর ব্যবহারে উপযোগী হয়ে ওঠেনি। রাষ্ট্রপতির সৌজন্যে দেয়া বাসটিও এখন সিংহভাগ সময়ই অচল হয়ে পড়ে থাকে। একটি বিকল যন্ত্র ঠিক করে রাস্তায় নামলে অন্য যন্ত্রে ত্রুটি দেখা দেয়। যেখানে সেখানে বিকল হয়ে পড়ে থাকে। সে জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ নতুন বাস কিনতে আগ্রহী। এ বিষয়ে কলেজের পরিবহন ক্রয় ও মেরামত কমিটির আহ্বায়ক গোলাম মোর্শেদ-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, যান্ত্রিক ত্রুটিতে চলাচল করতে না পারা তিনটি বাসের বড় ধরনের মেরামত কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এই কাজে ১০ লাখ টাকার ওপর ব্যয় হয়েছে। ৩৭ লাখ টাকা ব্যয়ে নতুন একটি বাস কেনা হয়েছে। এই বাসটি সহসাই কলেজে আনা হবে।

কলেজ অধ্যক্ষ ফজলুল হক জানান, পরিবহন খাতে (গাড়ি ক্রয় ও মেরামত বাবদ) উত্তোলনকৃত সব টাকাই কলেজের হিসাবে জমা করা হয়। পরিবহন কমিটি বাস মেরামতে এ অর্থ ব্যয় করেন। তিনি দুইটি বাস দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগের কথা স্বীকার করে জানান, নতুন একটি বাস কেনা হয়েছে। নতুন আরো বাস কেনা হবে। শিক্ষার্থীদের আর বেশিদিন দুর্ভোগ পোহাতে হবে না।